সবপেয়েছির আসরের ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৩

শা র দ স ং খ্যা

আসরবাণী

স্মরণে মননে

প্রয়াত শ্রীদাম সাহা

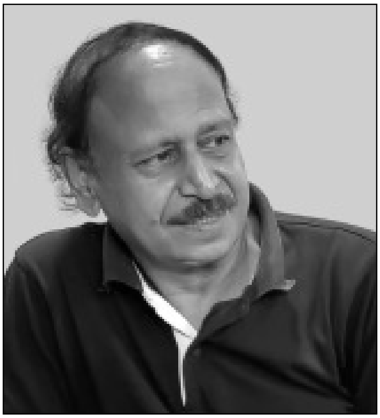

প্রাক্তন মূল সত্যসেবী, আজীবন সদস্য ও প্রশিক্ষণের নব রূপকার শ্রীদাম সাহার অকাল প্রয়াণে সবপেয়েছির আসর পরিবার গভীর শোকাহত ও মর্মাহত। তাঁর বিদেহী নির্মল আত্মার চিরশান্তি কাম্য।।

সবপেয়েছির আসর পরিবারের নক্ষত্র পতন ঘটলো। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত আরেকটা শোকের ছায়া নেমে এলো গত ২২ জুলাই ২০২২ শুক্রবার সকালে। সূর্যাস্তের পর দিনটা শুরু হয়েছে এক দুর্ভাগ্যজনক সংবাদে। সকালে চলে গেলেন আমাদের সকলের প্রিয় শ্রীদাম সাহা। সবপেয়েছির আসরের খাতার পাতায় তাঁর বহু পদবী ও গুণের তালিকা লিপিবদ্ধ। সক্রিয় একজন কর্মী, আজীবন সদস্য, প্রাক্তন মূল সত্যসেবী ও বিগত দিনে বহু বিভাগের সচিব ছিলেন। তার প্রাণচঞ্চল কর্মধারা ও প্রশিক্ষণের সক্রিয় উদ্যোগ স্মৃতি হয়ে থাকবে। সর্বদা নব উদ্যোগে প্রশিক্ষণের নানা কর্মসূচিতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের বিষয়ে তিনি অসাধারণ ছিলেন। সবপেয়েছির আসরের উজ্জ্বল নক্ষত্র শিক্ষাগুরু সর্বজন শ্রদ্ধেয় সনৎ ভট্টাচার্যের প্রয়াণের কিছু দিনের মধ্যেই এই বেদনাদায়ক ঘটনা সর্বস্তরের আসর বন্ধুদের আন্তরিক আঘাত করেছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক সপ্তাহ সংগঠনগত শোক পালনের পর গত ৯ই আগস্ট, ২০২২ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিশুভবনে প্রয়াত শ্রীদাম সাহার আনুষ্ঠানিক "স্মরণসভা" অনুষ্ঠিত হয়। শোকার্ত আসরবন্ধু ও পরিজনদের উপস্থিতিতে দুপুর ৩টায় কার্যক্রম শুরু হয়। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা, বর্তমান ও প্রাক্তন মূলসত্যসেবী, সহঃ মূলসত্যসেবী, ভারপ্রাপ্ত সচিবগণ, অঞ্চল সংগঠকগণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী ও অন্যান্য হিতৈষী আসরবন্ধুরা স্মরণ সভায় হাজির ছিলেন। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্প প্রদান ও নানাবিধ ঘটনার উল্লেখ পর্বে আন্তরিক মর্মাহত প্রিয়জনরা অন্তরের শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুজলে প্রয়াত আসরপ্রাণ শ্রীদাম সাহাকে সকলে স্মরণ করেন। স্মরণসভায় পরিবারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত শ্রীদাম সাহার একমাত্র পুত্র সৌরভ সাহা।

বাংলার দুর্গোৎসব

স্বপন কুমার রায় *(সাংস্কৃতিক সচিব, মূলকেন্দ্র)*

বাঙালি জাতির বারো মাসে তেরো পার্বণ। সারা বৎসর নানা উৎসবে মেতে থাকে। বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে জনপ্রিয় জাতীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। শরৎকালীন পুজো বলে, শারদীয়া দুর্গাপূজা বলে পরিচিত। আর বসন্তকালে যে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে সেটা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত।

বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি দেখা যায় সেটি পরিবার সমন্বিত কাঠামোর উপর অবস্থিত মধ্যস্থলে সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা। দেবীর পদস্থলে মহিষাসুর। তাঁর ডানদিকে দেবী লক্ষ্মী ও বাহক পেঁচা। পাশে গণেশ ও বাহক ইঁদুর। বাম পাশে দেবী সরস্বতী ও বাহন হাঁস এবং কার্ত্তিক ও বাহক ময়ূর। ১৬১০ সালে বেহালার সাবর্ণ রায়চৌধুরী এই সপরিবার মূর্তির প্রচলন করেন। এছাড়া বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে স্বতন্ত্র দেবীমূর্তি পূজিত হয়ে থাকে। কিন্তু সপরিবারে দুর্গাদেবীর পূজা সারা বাংলায় পূজিত হয়ে থাকে।

দশভূজা দেবী দুর্গার কাঠামোতে দেশ ও জাতির সংহতি সাধনের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। দেবী দুর্গা দশটি হাত ও দশটি অস্ত্র অপরিসীম বলবীর্যের প্রতীক। দেবী লক্ষ্মী অর্থনৈতিক সাফল্যের ইঙ্গিত। দেবী সরস্বতী জ্ঞানের প্রতীক। গণেশদেব সাফল্যের প্রতীক, কার্ত্তিকদেব বীরত্বের প্রতীক, সিংহ বশ্যতা প্রতীক এবং মহিষাসুর অশুভ এবং শয়তানের প্রতীক। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে ওই উৎসবে সামিল হয়। বাঙালির দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয় মহালয়ার শুভ বন্দনার মধ্য দিয়ে। এই দুর্গোৎসবের পটভূমি অভূতসুন্দর বর্ষাবিদায়ের পর বৃষ্টিস্নাত নীল আকাশ, রোদ্দুর আলপনায় সেজে ওঠে। দূর্বার উপর শিশিরস্নাত শিউলি ফুলের মাতাল গন্ধ, শরতের আকাশে তুলোর মত সাদা কাশফুলে ভরে ওঠে মাঠ-ঘাট-নদী-প্রান্তর।

সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে প্রচারিত হলেও বাঙালির কাছে দুর্গাপূজার সামাজিক, ধার্মিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠদিন থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত দেবী আরাধনা করা হয়ে থাকে। এই পাঁচদিন "দুর্গা ষষ্ঠী" নামে প্রচলিত। এই পক্ষের অপর নাম দেবীপক্ষ। পিতৃপক্ষের অবসানে অমাবস্যায় মহালয়ার পিতৃতর্পণ দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা ঘটে। অপরদিকে দেবীপক্ষের সমাপ্তি ঘটে কোজাগরী পূর্ণিমায় দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার মধ্য দিয়ে।

প্রথম পারিবারিক দুর্গাপূজা বেহালার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারে হয়। তারপর কলকাতার বিভিন্ন জমিদার ও উচ্চবিত্ত বাড়িতে এই পূজার প্রচলন হয়ে থাকে। এইসব ছিল কেবলমাত্র উচ্চবিত্তদের উৎসব। সাধারণের কোনও প্রবেশের অধিকার ছিল না। রাণী রাসমণি তাঁর জানবাজারের বাড়িতে সাধারণ মানুষের জন্য একটি দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। তারপর থেকেই এই পূজা পারিবারিক থেকে সার্ব্বজনীন বারোয়ারি পূজায় রূপান্তরিত হয়।

অতীতে কেবলমাত্র মাটির দুর্গার প্রতিমা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে নানান থিমে দুর্গা প্রতিমা পূজিত হন, আলোর ব্যবহারও অনেক উচ্চমানের। বর্তমানে লেসার রশ্মির সাহায্যে মণ্ডপ আলোকিত করা হয়। পূজামণ্ডপ নানান বৈচিত্রে সজ্জিত হয়। বর্তমানে কলকাতাতেই দুই হাজারের বেশী পূজা হয়ে থাকে। মহাঅষ্টমীর দিন কুমারী পূজা হয়ে থাকে। তার মধ্যে বেলুড় মঠের কুমারী পূজা উল্লেখযোগ্য। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে আয়োজিত হয় সন্ধিপূজা। তারপর আসে দশমীর দিনের পূজা লগ্ন—এটি বিজয়া দশমী নামে অভিহিত। দেবী বিসর্জনের পর কোলাকুলি, গুরুজনদের পদধুলি নেওয়া হয় এবং মিষ্টিমুখ করা হয়।

দুর্গাপূজার অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকটা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। এই পূজা জাতির মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এতে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে—ব্রাহ্মণ, কুম্ভকার, তন্তুকার, নাপিত, বাদ্যকার, প্যান্ডেল প্রস্তুতকারক, আলোকসজ্জা শিল্পী, মাইক্রোফোন সরবরাহকারী আরও অনেকে। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের মহামিলন ক্ষেত্র এই দুর্গাপূজা। এর ফলে সামাজিক বন্ধন যেমন দৃঢ় হয়, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোরও উন্নয়ন ঘটে।

শারদোৎসবে মেলা বসে। এই উপলক্ষ্যে মণ্ডপে মণ্ডপে পূজা কমিটির স্মরণিকা গুণিজনের শুভেচ্ছায় সমৃদ্ধ থাকে। সাহিত্যিকগণের মননশীল জীবনদর্শনের লেখায় থাকে বিভিন্ন ভাবের প্রতীকতা। স্মরণিকার আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন বাণিজ্য-জগতকেও সমৃদ্ধ করে।

বাংলার প্রকৃতি, সামাজিক বন্ধন, বৈচিত্রের মধ্যে ভক্তিভাবে একত্বদর্শন, প্রচলিত দেবদেবীর সমাবেশ ও পূজা চালচিত্র, ঢাক-ঢোল-বাঁশি সঙ্গীত, অতিথি আপ্যায়ন, সাহিত্য সঙ্গীত সব নিয়েই শারদীয় উৎসব। এই উৎসব বাঙালি সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে বিশ্বজনীনতায় উন্নীত করেছে। তাইতো বাংলার দুর্গাপূজা এ বছর ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস্, এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের তরফে গত বছর ডিসেম্বরেই তাদের রিপ্রেজেন্টটিভ লিস্ট অফ ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের তালিকায় স্থান দিয়েছে এই রাজ্যের সব থেকে বড় উৎসব — বাংলার দুর্গোৎসবকে।

শুভ বিজয়া

সংগীতা ভট্টাচার্য

(সঙ্ঘমিত্রা, নবারুণ সংঘ সবপেয়েছির আসর)

মায়ের ফেরার খবর নিয়ে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেল কৈলাসে। ছলছল চোখে মা পাড়ি দিলেন। ভাল লাগার ব্যস্ততার কটা দিন শেষ হল। শাঁখের আওয়াজ, উলুধ্বনি, ধুনোর গন্ধ, নানা বয়সি মানুষের দিন, বার, তারিখ ভুলে সারাদিনের নিরলস আড্ডা, সন্তানের মঙ্গলকামনায় পঞ্চপ্রদীপের তাপ আঁচলের খুঁটে বেঁধে মায়ের ব্যস্ত পদচারণা যেন হঠাৎই থমকে গেল। “যেতে নাহি দিব”— বলার সাধ্য বা ক্ষমতা কোনটাই আমাদের নেই। কারণ, যে আসে তাকে যেতে দিতে হয়। আবারও সময়ের অপেক্ষা.... তিনি আসবেন....

বৃহৎতন্ত্রসারে বলা হয়েছে —

ক্ষমস্বেতি বিসর্জনংকৃত্বা সংহারমুদ্রয়া
তত্তেজঃ পুষ্পঃ সার্ধমাঘ্রায় হৃদমানয়েৎ।

অর্থাৎ সংহারমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করে দেবতার তেজ নিজের হৃদয়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করা। বাইরে নিয়ে এসে অর্থাৎ প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তাঁর পূজা করা হয়েছে এই কদিন। তাঁকে নিজের হৃদয়ে এনে সংস্থাপিত করাই হল বিসর্জন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায়—“এই কদিন বাইরের দালানে বসে মা পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে মা হৃদয়মন্দিরে বসে পূজা নেবেন।”

দেবীর কাছে প্রার্থনা—

দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
তমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।।

দুঃখহারিণী দেবী, আপনি প্রসন্না হউন।

হে দেবী, আপনি চরাচর জগতের অধীশ্বরী। হে নিখিল বিশ্বজননী, আপনি প্রসন্না হয়ে বিশ্ব পালন করুন।

দেবীর নিরঞ্জন হল, বিসর্জন নয়।

আমরা বৎসরান্তের প্রতীক্ষায় রইলাম। নিরন্তর এক আনন্দধারা বয়ে যাক সারা বিশ্বময়।

সবপেয়েছির আসর, মূলকেন্দ্র

৪, জেমস্ লং সরণী, বড়িষা, কোলকাতা - ৭০০ ০০৮

সত্যসেবী পদাধিকার পরীক্ষা - ২০২২

ফলাফল

ক্রম সংখ্যা	সোনারকাঠির নাম	শাখাআসরের নাম	অঞ্চলের নাম	সর্ব মোট প্রাপ্ত মান	স্থান	বিভাগ
১	প্রীতি মিশ্র	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১৩২	প্রথম	প্রথম
২	অঙ্কিত চক্রবর্তী	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	১৩০	দ্বিতীয়	প্রথম
৩	স্বাগত সাধুখাঁ	রানাঘাট	উঃ নদীয়া	১২৯	তৃতীয়	প্রথম
৪	মেঘা সূত্রধর	মিতালী	আসানসোল	১২৯	তৃতীয়	প্রথম
৫	বৃষ্টি খাঁ	মিতালী	আসানসোল	১২৭	চতুর্থ	প্রথম
৬	সৌরভ ঘোষ	মিতালী	আসানসোল	১২৭	চতুর্থ	প্রথম
৭	শ্রেয়া প্রামাণিক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১২৬	পঞ্চম	প্রথম
৮	পল্লবী মালাকার	মিতালী	আসানসোল	১২৫	ষষ্ঠ	প্রথম
৯	সংযুক্তা প্রামাণিক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১২৫	ষষ্ঠ	প্রথম
১০	মৃন্ময়ী সিংহদেব	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১২৩	সপ্তম	প্রথম
১১	মোনালিসা পরামাণিক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১২৩	সপ্তম	প্রথম
১২	সুস্মিতা বিশ্বাস	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১২৩	সপ্তম	প্রথম
১৩	অমিত কুমার সুমন	ভোরের তারা	দঃ কলকাতা	১২৩	সপ্তম	প্রথম
১৪	সোনালি দাস	মিতালী	আসানসোল	১২২	অষ্টম	প্রথম
১৫	ঝিলিক প্রামাণিক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১২০	নবম	প্রথম
১৬	হুসনেআরা খাতুন	সন্তোষপুর সুকান্ত মেলা	দঃ ২৪ পরগণা	১২০	নবম	প্রথম
১৭	শুভশ্রী ঘোষ	মিতালী	আসানসোল	১১৯	দশম	প্রথম
১৮	শ্রেয়সী ঘোষ	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১১৯	দশম	প্রথম
১৯	দিশা সরকার	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১১৮		প্রথম
২০	রাজদীপ দাস	ভোরের তারা	দঃ কলকাতা	১১৭		প্রথম
২১	আকাশ রায়	সন্তোষপুর সুকান্ত মেলা	দঃ ২৪ পরগণা	১১৭		প্রথম
২২	ইন্দ্রাণী দাস	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১১৭		প্রথম

ক্রম সংখ্যা	সোনারকাঠির নাম	শাখাআসরের নাম	অঞ্চলের নাম	সর্ব মোট প্রাপ্ত মান	স্থান	বিভাগ
২৩	বৃষ্টি বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	১১৬		প্রথম
২৪	রূপকথা ভট্টাচার্য্য	মিতালী	আসানসোল	১১৬		প্রথম
২৫	দেব বীর বংশী	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	১১৫		প্রথম
২৬	ফারহা খাতুন	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	১১৫		প্রথম
২৭	নেহা মিশ্র	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১১৪		প্রথম
২৮	সৌদীপ দাস	রামমোহন	উঃ নদীয়া	১১৩		প্রথম
২৯	জলি বিশ্বাস	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১১২		প্রথম
৩০	বর্ণালী দাস	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১১২		প্রথম
৩১	অর্পিতা প্রামাণিক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১১২		প্রথম
৩২	বর্ষা মণ্ডল	শিশুভারতী	দঃ কলকাতা	১১১		প্রথম
৩৩	শুভাশিষ দাস	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	১১১		প্রথম
৩৪	খুশি গঁরাই	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১১০		প্রথম
৩৫	ঋতম কুমার সাউ	রানাঘাট	উঃ নদীয়া	১১০		প্রথম
৩৬	মণীষা বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	১১০		প্রথম
৩৭	নেহা ভাণ্ডারী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	১১০		প্রথম
৩৮	সুমন শিউলি	শিশুভারতী	দঃ কলকাতা	১০৯		প্রথম
৩৯	দীপ্তশ্রী পাল	রানাঘাট	উঃ নদীয়া	১০৯		প্রথম
৪০	কোমল ভাঙ্গী	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১০৯		প্রথম
৪১	রাজীব কুমার সাউ	রানাঘাট	উঃ নদীয়া	১০৮		প্রথম
৪২	দেব মণ্ডল	মিতালী	আসানসোল	১০৮		প্রথম
৪৩	রিয়া পাল	মিতালী	আসানসোল	১০৮		প্রথম
৪৪	সুদেষ্ণা পাল	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১০৭		প্রথম
৪৫	ঋজু দাস	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১০৭		প্রথম
৪৬	অনির্বাণ চৌধুরী	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১০৭		প্রথম
৪৭	স্বরূপ পাত্র	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১০৬		প্রথম
৪৮	প্রিয়শী চুনারী	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	১০৬		প্রথম
৪৯	পিংকি দাস	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	১০৬		প্রথম
৫০	আয়াত হামিম মোল্লা	সন্তোষপুর সুকান্ত মেলা	দঃ ২৪ পরগণা	১০৬		প্রথম

ক্রম সংখ্যা	সোনারকাঠির নাম	শাখাআসরের নাম	অঞ্চলের নাম	সর্ব মোট প্রাপ্ত মান	স্থান	বিভাগ
৫১	ইপ্সিতা সরকার	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১০৬		প্রথম
৫২	অপ্রতীম মল্লিক	রানাঘাট	উঃ নদীয়া	১০৬		প্রথম
৫৩	শুভ্রনীল সরকার	ভোরের তারা	দঃ কলকাতা	১০৬		প্রথম
৫৪	সৌমদীপ পরামাণিক	আম্বেদকর	হুগলী	১০৫		প্রথম
৫৫	পল্লব দত্ত	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১০৫		প্রথম
৫৬	বাসন্তী বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	১০৪		প্রথম
৫৭	চুমকী বাগদী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	১০৪		প্রথম
৫৮	তৃষা ঘোষ	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১০৪		প্রথম
৫৯	আকাশ পাত্র	আম্বেদকর	হুগলী	১০৩		প্রথম
৬০	চাহাত সিং	শিশুভারতী	দঃ কলকাতা	১০৩		প্রথম
৬১	দেবায়ন সূত্রধর	মিতালী	আসানসোল	১০৩		প্রথম
৬২	সুমনা সিংহ মোদক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১০৩		প্রথম
৬৩	শুভদীপ সিংহ দেব	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১০২		প্রথম
৬৪	অর্ঘদীপ দে	মিতালী	আসানসোল	১০১		প্রথম
৬৫	অরিন্দম সাহা	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	১০১		প্রথম
৬৬	জ্যোতি দাস	নাসরা	উঃ নদীয়া	১০১		প্রথম
৬৭	ছন্দা কর মোদক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	১০০		প্রথম
৬৮	সুজয় কর্মকার	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	১০০		প্রথম
৬৯	সঙ্গীতা পাল	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১০০		প্রথম
৭০	প্রবিত মণ্ডল	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	১০০		প্রথম
৭১	শ্রীফল দাস	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	১০০		প্রথম
৭২	সঞ্চারিকা তেওয়ারী	মিতালী	আসানসোল	১০০		প্রথম
৭৩	সপ্তমী ব্যানার্জী	রামমোহন	উঃ নদীয়া	১০০		প্রথম
৭৪	বাসুদেব হেমব্রম	আম্বেদকর	হুগলী	১০০		প্রথম
৭৫	রোহিত মণ্ডল	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৯৯		প্রথম
৭৬	সূর্য ব্যানার্জী	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	৯৯		প্রথম
৭৭	অরুণিমা ঘোষ	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	৯৯		প্রথম

ক্রম সংখ্যা	সোনারকাঠির নাম	শাখাআসরের নাম	অঞ্চলের নাম	সর্ব মোট প্রাপ্ত মান	স্থান	বিভাগ
৭৮	সুরজিৎ মণ্ডল	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	৯৯		প্রথম
৭৯	গৌরব রাজপুত	আম্বেদকর	হুগলী	৯৯		প্রথম
৮০	সৌমিলী রুদ্র	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৯৮		প্রথম
৮১	স্বাতী মণ্ডল	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৯৮		প্রথম
৮২	প্রিয়ব্রত সাহা	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	৯৭		প্রথম
৮৩	শ্রেয়া চ্যাটার্জী	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	৯৭		প্রথম
৮৪	এ্যাঞ্জেল সিং	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৯৬		প্রথম
৮৫	জয়দেব নারায়ণ দেও	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৯৬		প্রথম
৮৬	শুভশ্রী সিংহ মোদক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৯৬		প্রথম
৮৭	নীলাদৃত দে	মিতালী	আসানসোল	৯৬		প্রথম
৮৮	সোহম রায়চৌধুরী	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	৯৫		প্রথম
৮৯	অতন্দ্র মণ্ডল	সন্তোষপুর সুকান্ত মেলা	দঃ ২৪ পরগণা	৯৪		প্রথম
৯০	সুপর্ণা দাস	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৯৪		প্রথম
৯১	মহঃ মমতাজ	আম্বেদকর	হুগলী	৯৩		প্রথম
৯২	মোহিত রায়	আম্বেদকর	হুগলী	৯৩		প্রথম
৯৩	সুব্রত মণ্ডল	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	৯৩		প্রথম
৯৪	শিবম মুখার্জী	সরকারপাড়া তরুণ সংঘ	বাঁকুড়া	৯৩		প্রথম
৯৫	কোয়েল বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৯৩		প্রথম
৯৬	মেঘা বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৯৩		প্রথম
৯৭	বৃষ্টি সরকার	নাসরা	উঃ নদীয়া	৯২		প্রথম
৯৮	অনন্যা দাস	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৯২		প্রথম
৯৯	সায়ন্তী পাল	রামমোহন	উঃ নদীয়া	৯২		প্রথম
১০০	তিনিশা চক্রবর্ত্তী	সন্তোষপুর সুকান্ত মেলা	দঃ ২৪ পরগণা	৯১		প্রথম
১০১	শ্রুতিপর্ণা দাস	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৯১		প্রথম
১০২	দেবস্মিতা হালদার	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৯১		প্রথম
১০৩	সম্প্রীতি দাস	রামমোহন	উঃ নদীয়া	৯১		প্রথম
১০৪	সুকন্যা রায়	আড়ংঘাটা	উঃ নদীয়া	৯১		প্রথম

ক্রম সংখ্যা	সোনারকাঠির নাম	শাখাআসরের নাম	অঞ্চলের নাম	সর্ব মোট প্রাপ্ত মান	স্থান	বিভাগ
১০৫	তৃষনিতা কর্মকার	আড়ংঘাটা	উঃ নদীয়া	৯১		প্রথম
১০৬	রোহিত বিশ্বাস	আম্বেদকর	হুগলী	৯১		প্রথম
১০৭	ঋষাগ্নি পরামানিক	আম্বেদকর	হুগলী	৯০		প্রথম
১০৮	কোয়েল মোদক	আড়ংঘাটা	উঃ নদীয়া	৯০		প্রথম
১০৯	স্বর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৯০		প্রথম
১১০	পলাশ জেঠি	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৮৯		দ্বিতীয়
১১১	আকাশ মণ্ডল	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮৯		দ্বিতীয়
১১২	প্রিয়া সিংহ	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮৯		দ্বিতীয়
১১৩	সৌম্যজিৎ পাল	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৮৯		দ্বিতীয়
১১৪	রাজু খান	আম্বেদকর	হুগলী	৮৯		দ্বিতীয়
১১৫	সৌমদীপ মান্না	আম্বেদকর	হুগলী	৮৯		দ্বিতীয়
১১৬	পত্রালি বিশ্বাস	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	৮৮		দ্বিতীয়
১১৭	শুভজিৎ সিংহ মোদক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৮৮		দ্বিতীয়
১১৮	প্রীতম সো মণ্ডল	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮৭		দ্বিতীয়
১১৯	বিপ্লব কীর্তনীয়া	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৮৭		দ্বিতীয়
১২০	মণিকা সিংহ	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৮৭		দ্বিতীয়
১২১	সুইটি দলুই	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	৮৬		দ্বিতীয়
১২২	অর্পিতা শিকদার	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৮৬		দ্বিতীয়
১২৩	রূপসা ঘোষ	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৮৬		দ্বিতীয়
১২৪	শুভজিৎ কর মোদক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৮৫		দ্বিতীয়
১২৫	সুজন মণ্ডল	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮৫		দ্বিতীয়
১২৬	দিবাকর দাস	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	৮৫		দ্বিতীয়
১২৭	কৃষ্ণা মাঝি	আম্বেদকর	হুগলী	৮৫		দ্বিতীয়
১২৮	সায়ন সূত্রধর	মিতালী	আসানসোল	৮৪		দ্বিতীয়
১২৯	অন্বেষা দত্ত	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮৪		দ্বিতীয়
১৩০	রিয়া টুডু	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৮৪		দ্বিতীয়
১৩১	রূপম কর মোদক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৮৩		দ্বিতীয়
১৩২	রাজু সিংহ	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮৩		দ্বিতীয়

ক্রম সংখ্যা	সোনারকাঠির নাম	শাখাআসরের নাম	অঞ্চলের নাম	সর্ব মোট প্রাপ্ত মান	স্থান	বিভাগ
১৩৩	সূর্য মণ্ডল	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮৩		দ্বিতীয়
১৩৪	চৈতালি বাউড়ী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮৩		দ্বিতীয়
১৩৫	সৌরভ সাহা	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	৮৩		দ্বিতীয়
১৩৬	সৌরভ রায়	আম্বেদকর	হুগলী	৮৩		দ্বিতীয়
১৩৭	শম্পা বাউড়ী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮২		দ্বিতীয়
১৩৮	রাহুল দাস	বগুলা	উঃ নদীয়া	৮১		দ্বিতীয়
১৩৯	শুভঙ্কর নন্দী	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৮১		দ্বিতীয়
১৪০	অঙ্কন ভট্টাচার্য	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮১		দ্বিতীয়
১৪১	শিবম বাউড়ী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৮১		দ্বিতীয়
১৪২	তন্দ্রিমা পাল	রামমোহন	উঃ নদীয়া	৮০		দ্বিতীয়
১৪৩	রূপসা হালদার	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৮০		দ্বিতীয়
১৪৪	সুদেব দাস	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	৮০		দ্বিতীয়
১৪৫	হাসি গরাঁই	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৮০		দ্বিতীয়
১৪৬	স্নেহা দাস	বগুলা	উঃ নদীয়া	৭৯		দ্বিতীয়
১৪৭	শুভজিৎ সাহা	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	৭৯		দ্বিতীয়
১৪৮	অনন্যা রজক	রামমোহন	উঃ নদীয়া	৭৯		দ্বিতীয়
১৪৯	সুজাতা ধীবর	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৭৮		দ্বিতীয়
১৫০	সাথী সাহা	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৭৮		দ্বিতীয়
১৫১	অভিজিৎ সরকার	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৭৮		দ্বিতীয়
১৫২	ইশানূর রহমান	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	৭৭		দ্বিতীয়
১৫৩	অয়ন বাউড়ী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৭৭		দ্বিতীয়
১৫৪	সোনম ঘোষ	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	৭৬		দ্বিতীয়
১৫৫	ঋত্তিকা দাস	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	৭৪		তৃতীয়
১৫৬	বিজয় ঘোষ	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৭৪		তৃতীয়
১৫৭	দীপ লাই	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৭৩		তৃতীয়
১৫৮	রুদ্রপ্রতাপ সিংহ মোদক	তরুণ সংঘ	পুরুলিয়া	৭৩		তৃতীয়
১৫৯	শিবম পাসওয়ান	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৭২		তৃতীয়

ক্রম সংখ্যা	সোনারকাঠির নাম	শাখাআসরের নাম	অঞ্চলের নাম	সর্ব মোট প্রাপ্ত মান	স্থান	বিভাগ
১৬০	রূপসা চৌধুরী	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	৭১		তৃতীয়
১৬১	নন্দিনী হালদার	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৭১		তৃতীয়
১৬২	সৌপ্তিক দত্ত	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৬৯		তৃতীয়
১৬৩	রবি বাউড়ী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৬৭		তৃতীয়
১৬৪	রাকেশ ঘোষ	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	৬৭		তৃতীয়
১৬৫	অষ্টমী দলুই	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	৬৬		তৃতীয়
১৬৬	গৌরব বিশ্বাস	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৬৬		তৃতীয়
১৬৭	গোপা রায়চৌধুরী	রামমোহন	উঃ নদীয়া	৬৬		তৃতীয়
১৬৮	শুভঙ্কর দুর্লভ	শিশুমিলন	উঃ নদীয়া	৬৫		তৃতীয়
১৬৯	সানিয়া খাতুন	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৬৫		তৃতীয়
১৭০	সঞ্জীব বৈরাগী	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৬৫		তৃতীয়
১৭১	সৌভাগ্য প্রামাণিক	রামমোহন	উঃ নদীয়া	৬৪		তৃতীয়
১৭২	সরোজ মণ্ডল	রূপপুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মুর্শিদাবাদ	৬৩		তৃতীয়
১৭৩	আশা দোলুই	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	৬৩		তৃতীয়
১৭৪	পুলক দাস	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৬২		তৃতীয়
১৭৫	বর্ষা বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৬২		তৃতীয়
১৭৬	বৃষ্টি বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৬১		তৃতীয়
১৭৭	খুশি বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৬১		তৃতীয়
১৭৮	শিবম বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৬০		তৃতীয়
১৭৯	প্রিয়া মণ্ডল	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৬০		তৃতীয়
১৮০	প্রতিভা আচার্য	বগুলা	উঃ নদীয়া	৬০		তৃতীয়
১৮১	সহদেব বাগদী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৫৮		তৃতীয়
১৮২	জবা বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৫৮		তৃতীয়
১৮৩	রাজীব রায়	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৫৮		তৃতীয়
১৮৪	অঙ্কিতা মিত্র	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৫৮		তৃতীয়
১৮৫	জয়িতা মণ্ডল	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৫৮		তৃতীয়
১৮৬	রহিমা চক্রবর্ত্তী	বগুলা	উঃ নদীয়া	৫৮		তৃতীয়
১৮৭	শ্রেয়সী দত্ত	বগুলা	উঃ নদীয়া	৫৭		তৃতীয়

ক্রম সংখ্যা	সোনারকাঠির নাম	শাখাআসরের নাম	অঞ্চলের নাম	সর্ব মোট প্রাপ্ত মান	স্থান	বিভাগ
১৮৮	স্নেহা কাপুড়িয়া	রামমোহন	উঃ নদীয়া	৫৭		তৃতীয়
১৮৯	স্বাগতা বিশ্বাস	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৫৭		তৃতীয়
১৯০	ধনঞ্জয় বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৫৬		তৃতীয়
১৯১	সৃজা বসাক	রামমোহন	উঃ নদীয়া	৫৬		তৃতীয়
১৯২	সুকান্ত মণ্ডল	পুরন্দরপুর	মুর্শিদাবাদ	৫৫		তৃতীয়
১৯৩	দীপশিখা দাস	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৫৫		তৃতীয়
১৯৪	স্নেহা বৈরাগী	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৫১		তৃতীয়
১৯৫	রাজদীপ চ্যাটার্জী	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৪৮		তৃতীয়
১৯৬	টাপুর সিংহ	রামমোহন	উঃ নদীয়া	৪৭		তৃতীয়
১৯৭	প্রিয়া বাউরী	আনন্দমেলা	বাঁকুড়া	৪৫		তৃতীয়
১৯৮	প্রিয়জিৎ কর	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৪৫		তৃতীয়
১৯৯	অনুষ্কা দাস	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৪৫		তৃতীয়
২০০	সৌমদীপ সিং	সপ্তর্ষি	উঃ ২৪ পরগণা	৪৫		তৃতীয়

➤ **প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় সর্বাধিক মানের অধিকারী :—**
প্রীতি মিশ্র — ৯২, তরুণ সংঘ স. পে. আ., পুরুলিয়া

➤ **লিখিত পরীক্ষায় সর্বাধিক মানের অধিকারী :—**
শুভশ্রী ঘোষ — ৫০, মিতালী স. পে. আ., আসানসোল

নজর দিন

❒ ডিসেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে সকল শাখা আসরের সোনারকাঠিদের সদস্যপত্র ও কর্মীদের কর্মী পরিচিতিপত্র মূলকেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করুন।

❒ সকল অঞ্চল প্রতিনিধি, শাখা আসরকর্মী সোনারকাঠি ও আসর শুভানুধ্যায়ীদের আসরবাণীর ব্যক্তিগত গ্রাহক হওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা-৪০ টাকা। আসরবাণীর জন্য সংবাদ ও লেখা পাঠান।

❒ কেন্দ্রীয় সাধারণ সদস্য ও শাখা আসরের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করুন।

❒ সবপেয়েছির আসরের সকল প্রকাশনা সংগ্রহ করুন।

❒ আজীবন সদস্য পদ গ্রহণে ইচ্ছুক আসরবন্ধুরা আবেদন করতে পারেন।

❒ বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযাগ করতে পারেন।

❒ মূল সত্যসেবী (সাধারণ সম্পাদক) — ৯৩৩৯১৪৫২৬৩

❒ মহামূলসত্যসেবী (সহঃ সাধারণ সম্পাদক) — ৭০০৩৫৪৯৮৫৪

ভোর হয়েছে

অধ্যাপক জয়দেব গায়েন

নীতিশ—নীতিশ ওঠো, আর শুয়ে থেকো না,
অনেক হয়েছে—মধ্যরাত্রি পর্যন্ত—
শুধু ভাগাভাগি নিয়েই ব্যস্ত সকলে;
ভাবছো বিরাট কিছু একটা করলে তাই না ?
নীতি হীনতার প্রশ্নে মন এখন নাড়া দিচ্ছে না;
ভুলে যেও না, এ'ভুলের মাশুল
    পরবর্তী প্রজন্ম দেবে কড়ায়-গণ্ডায় !
    যা হবার তো হল—
        ওঠো—, ভোর হয়েছে।
নীতিশ—নীতিশ—ওঠো,
যাঃ বাব্বা, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার;
অনেক কাজ বাকি—সারবে কখন !
এইতো—মুখে অনেক কিছুই বলো দেখি—
    আর কাজের বেলায় অনীহা।
আরে—শুনতে পাচ্ছো না—
    ভোর হয়েছে।

না, এতো দেখছি উঠবে না !
    দেখি—আদর্শটা উঠলো কি না
আদর্শ—আদর্শ—এ্যই আদর্শ !
    ভোর হয়েছে—ভোর !
বাব্বা ! এ'তো দেখছি আর এ'জন্মে নয় !
আদর্শ ওঠো—
    তুমি বেলা করে উঠলে
    সকলে তোমায় দেখে কী শিখবে;
    নাঃ, পারছি না বাপু !

    দেখি জীবনটা কি করছে !
জীবন—জীবন—ওঠো ভোর হয়েছে,
বেলা করে উঠে নিজের শরীরটা অসুস্থ করলে
রোগীদেরকে সুস্থ করবে কিভাবে ?
নাঃ, তোমরা শুধু জীবন নাশ করতেই শিখলে !

    দেখি—কানুনটা এখনও উঠলো কিনা !
বাব্বা ! এতো দেখছি কুম্ভকর্ণ।
কানুন—কানুন—ওঠো ভোর হয়েছে;
এ'রকমভাবে তোমরা সকলে পড়ে থাকলে—
    আমার কী দশা হবে !
তোমরা কি কেউ উঠবে না ?
আমারতো বয়স হচ্ছে;
    ভাববে না তোমরা কেউ আমার কথা !
    আমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।
নীতিশ—আদর্শ—জীবন—কানুন—
    ওঠো তোমরা, ভোর হয়েছে।

ফিরে দেখা (আসরবাণী) ৩য় পর্ব

রবীন্দ্রনাথ রায়

বর্ষ - ১০, সংখ্যা - ১১/১২, ফাল্গুন / চৈত্র : ২ মাসের আসরবাণী একসাথে প্রকাশ হয়েছিল। ১২ ফেব্রুয়ারী '৮৪ (১৯৮৪) ছিল সবপেয়েছির আসরের বহু প্রতীক্ষিত ৩৮তম বার্ষিক সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় শিশু উৎসব। উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক আর শহীদ মিনার ময়দান থেকে দুটি শোভাযাত্রা একসাথে বেরিয়ে পথ পরিক্রমা করেছিল। আজকের দিনে এটা ভাবা যায়? অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন স্বপনবুড়ো। তখন মূলসত্যসেবী শ্রী অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায়। নৃত্যনাটক হলো—'ফুলের জলসা'। রচনা-সোমেশ ভূঁইঞা। গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর বেরোলো 'কমলা' নতুন ধাঁধা দেওয়া হলো। তখন ধাঁধা প্রকাশ চলতো প্রতি সংখ্যায়। এখন আর এসব দেখা যায় না। আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার খবর ছাপা হয়েছিল। পূর্ব-মধ্য কলকাতা, উত্তর কলকাতা, আসানসোল, জামুড়িয়া, হুগলি, পূর্ব-২৪ পরগণা, দক্ষিণ কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা অঞ্চলের। বর্তমানে শাখা আসরের অভাবে অনেক অঞ্চল উঠে গেছে। আসানসোলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপক আসর রতিবাটি সূর্যকিরণ আসর আজ আর নেই। বাগুইআটি মিলনী সবপেয়েছির আসরের ব্যবস্থাপনায় ইউনাইটেড ক্লাব মাঠে সবপেয়েছির আসর, মূলকেন্দ্র পরিচালিত আন্তঃঅঞ্চল সাব জুনিয়র খো-খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৯১ : সেই সময় আমি আসানসোল অঞ্চলের সহায়ক প্রশিক্ষক, স্বপনবুড়োর লেখা ১০ লাইনের একটি কবিতা দিয়ে পত্রিকা শুরু হয়েছিল। এই দিনে আসরবাণী ১১ বছরে পদার্পণ করেছিল, অর্থাৎ আসরবাণীর শুরু ১৩৮০ বঙ্গাব্দে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন সৌরেন রায়চৌধুরী। প্রয়াত শ্রীদাম সাহা লিখেছিলেন নতুন করে দেখা' নামে ছোট্ট ঘটনা। শিশুদের নৃত্য শিক্ষা কিভাবে দিতে হবে লিখেছিলেন শুক্লা পালিত। মহীশিলা সোনালীর সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান, গোপীমোহন আসরের ৩১তম প্রতিষ্ঠা দিবস। দিঘারী (অধুনা লুপ্ত) আসরের হোলি উৎসব। চেতলা আসরের ২৭তম বার্ষিক শিবির এর খবরসহ অন্যান্য খবর ছিল সেই সংখ্যায়। সোমেশ ভূঁইঞার নববর্ষের গান আর তার সাথে নানান ধাঁধায় সাজানো হয়েছিল নববর্ষ সংখ্যা। দুঃখের খবরও ছিল আজকের সংগঠন সচিব সেদিনের তরুণিমা আসরের কর্মী তিমির বরণ সরস্বতীর মা-এর পরলোক গমনের কথাও ছাপা হয়েছিল কিন্তু কোনো তারিখ উল্লেখ হয়নি।

বর্ষ - ১১, সংখ্যা - ২, জৈষ্ঠ '৯১ : প্রথমেই নববর্ষ উদ্‌যাপনের খবর। শঙ্খবাদিনী ছিল শতাধিক। স্বপনবুড়ো আকাশে ওড়ালেন রক্তিম শিখার প্রদীপ আঁকা-আসরের শ্বেত পতাকা। উল্লেখ দেখি, শৈলেন সরকার (জগুদা) এর। বিশিষ্ট-অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যুগল শ্রীমল, ননীগোপাল মৈত্র ও এস. এস. মিরজা। সত্যসেবী পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল অষ্টম শ্রেণির নিচে কেউ পরীক্ষায় বসতে পারবে না। এখন অষ্টম এবং তদূর্ধ সোনারকাঠি পাওয়াই দুস্কর। জানবার কথায় জানতে পারি—রবীন্দ্রনাথ মাত্র ৩ বছর ১১ মাস বয়সে ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমিতে ভর্তি হয়েছিলেন। বই ছিল 'বর্ণপরিচয়' ও 'শিশুশিক্ষা'।

বর্ষ - ১১, সংখ্যা - ৩, আষাঢ় '৯১ : আমি তখন মহীশিলা সোনালীর কর্মী। এই পত্রিকাটিতে বড় খবর ছিল যাদুকর এ. সি. সরকার (৫৫) এর পরলোক গমনের কথা। তিনি সবপেয়েছির আসরের বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক ছিলেন ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত। ছিল 'শিশু স্বাস্থ্য কল্যাণ পরিষদ' গঠনের কথা। ডাকটিকিটের কথা। জানা গেল সম্ভবতঃ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য ডাকঘর খোলা হয়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই প্রথম উড়োজাহাজে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। প্রতি আসর থেকে কমপক্ষে ৫ জন আসরবাণী গ্রাহক হবার জন্য একটি আবেদন ছিল। সে আবেদন এখনও প্রাসাঙ্গিক।

জানবার কথায় জানলাম কত আশ্চর্য ঘটনা। জন্মাবার আগে গণ্ডারের বাচ্চা মায়ের পেটে থাকে ৫৬০ দিন। এভারেস্ট চূড়ায় প্রথম ভারতীয় মহিলা রিতা গম্ভু ও প্রভা অটওয়াল।

আসরের বিভিন্ন খবরে ভরা ছিল সেই সংখ্যাটি। রানাঘাট কোর্ট পাড়া আসরের দেওয়াল পত্রিকা 'স্ফুলিঙ্গ' প্রকাশনা। কাশ্যপ পাড়া সাংস্কৃতিক সংসদের নাটক 'বিদ্রোহী'র মঞ্চস্থকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। হারিয়ে যাওয়া কত আসরের নাম—মহালক্ষ্মী, কালিগঞ্জ, স্ফুলিঙ্গ, চন্দ্রবিন্দু, মুকুল আরও কত কি। সম্পাদক ছিলেন—সোমেশ ভূঁইঞা।

বর্ষ - ১১, সংখ্যা -৮, অগ্রহায়ণ ১৩৯১ : শোকবার্তা দিয়ে পত্রিকার শুরু। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত। ১৯৮৪-র সত্যসেবী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়েছিল। প্রথম হয়েছিল রক্তরবি আসরের চৈতালী রায়। ছিল শিবিরের খবর। বীরভূম জেলা অঞ্চলের শিবির। ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রী সৌরেন রায়চৌধুরী। মেদিনীপুর, জামুড়িয়া, ফলতা, বজবজ অঞ্চলের শিবিরের উল্লেখ পাই। প্রশ্ন জাগে ফলতা, বজবজ অঞ্চল নিয়ে। এরকম অঞ্চল ছিল নাকি? ৩০তম বার্ষিক শিবিরের স্থান বদল হয়েছিল। নতুন স্থান হুগলি বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি ঘাট।

বর্ষ - ১১, সংখ্যা - ১০, ১১, '৯১ : বর্ণাঢ্য শিশু উৎসবের সংবাদ দিয়ে আসরবাণী শুরু ৩৯তম কেন্দ্রীয় শিশু উৎসব ও সম্মেলন হয়েছিল ২রা মার্চ, শনিবার। সাল উল্লেখ নেই তাই ধরে নিতে হবে ১৩৯৯। শোভাযাত্রা হয়েছিল প্রতিযোগিতামূলক। প্রথম স্থান পেয়েছিল হৃদয়পুরের রাখাল রায় স্মৃতি আসর এবং গড়াগাছা সংসদ আসর। এই গড়াগাছায় প্রশিক্ষক শিবিরও হয়েছিল। সাল মনে নেই। শুধু মনে আছে মশারি না নিয়ে শিবিরে যাবার যন্ত্রণা। সুলেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল দেবদত্ত বাগচী-ফাল্গুনি আসর। 'হরবোলা' নিয়ে লিখেছিলেন সুনীল আদক। এই সংখ্যায় প্রথম লিমেরিকের সন্ধান পেলাম। লিমেরিক হলো পঞ্চপদী ছড়া। যার অন্তমিল ১ম, ২য় ও ৫ম এবং ৩য় ও ৪র্থ চরণে। লিখেছিলেন কনক ঠাকুর।

বর্ষ - ১২, সংখ্যা - ৩, আষাঢ় ১৩৯২ : মিনু ভট্টাচার্যের লেখা গল্প 'বড় হওয়া' দিয়ে পত্রিকার শুরু। এই সংখ্যায় আঞ্চলিক সংগঠক, প্রশিক্ষক ও সহায়কদের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। অঞ্চল - ২০টি। তখনও অঞ্চল হিসাবে পুরুলিয়া ও জামুড়িয়ার নাম ঘোষণা হয়নি। সোমেশ ভূঁইঞার লেখা 'যুব জাগরণ সারা দুনিয়ায়' গানের স্মরলিপি ছেপে বেরিয়েছিল। সুর আশিস খাস্তগীর, সহযোগিতায় ঝিলিক বিশ্বাস।

আমার লেখা একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল 'সহায়ক যখন অসহায়'। ট্রেনিং নিয়ে সেখানে একটি ছড়া ছিল—

সম তালি স্লো / কর্ম ড্রিল ব্র,
লোকনৃত্য শিখে নাও
ব্যাণ্ড বাঁশিতে মন দাও।।

বর্ষ - ১২, সংখ্যা - ১১, ফাল্গুন ১৩৯২ : 'খেলা শুধু খেলাই থাক— হিংসা দ্বেষ নিপাত যাক' ২২ ফেব্রুয়ারী রাজ্য ক্রীড়া দিবসে সবপেয়েছির আসরের শোভাযাত্রায় এই ছিল আমাদের বাণী। ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন হিমাংশু দত্ত। বংশের প্রথম ছেলেকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবার প্রাচীন প্রথার উল্লেখ পাই এইখানে। দিকে দিকে বিভিন্ন আসরের ক্রিয়াকর্মের সংবাদ পাই এই সংখ্যায়। মেদিনীপুর বঙ্কিম স্মৃতি আসর, রাণীগঞ্জের অভ্যুদয় গোষ্ঠী, সাঁকরাইলের অমর সংঘ, সাদিখাঁর দেয়াড় আসর, মুকুল আসর মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া আসর, বাঁকুড়ার হাট আশুড়িয়ার আনন্দমেলা, খড়্গপুরের শিশু নিকেতন ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এর মধ্যে অনেকেই এখনও বেঁচে আছে অনেকে স্মৃতি হয়ে গেছে। নভেম্বর '৮৫ থেকে জানুয়ারী '৮৬ মূলকেন্দ্র থেকে অনুমতি-প্রাপ্ত আসরের সংখ্যা ছিল ২২টি। এর মধ্যে একটি আসরের নামটি অদ্ভুত। ২২ ভাই সব পেয়েছির আসর। আসরটি ছিল মেদিনীপুরের তমলুকে। আজকের রমরম করে চলা পুরুলিয়া জেলার বড়া বাজার সবুজ সংঘ এই সময়েই অনুমিত হয়েছিল।

বর্ষ - ১৩, সংখ্যা - ১, বৈশাখ ১৩৯৩ : 'আনন্দমুখর বর্ষবরণ উৎসবের খবর দিয়ে শুরু এই নববর্ষ সংখ্যাটি। শ্রদ্ধেয় শ্রীদাম সাহা লিখলেন—'স্বপ্নের মানুষের প্রথম দেখা।' তখন আসরে

আসরে সারা বছরের শ্রেষ্ঠ সোনারকাঠি নির্বাচিত হতো এবং তা আসরবাণীতে ছাপানো হতো। এই সংখ্যাতে অনেক আসরের শ্রেষ্ঠ সোনারকাঠিদের নাম দেখতে পাই। যদি কোনো আসর তাদের অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করতে চান আমার সাধ্যমতো সহযোগিতা করতে পারি। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল দেশবন্ধু পার্কে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে মূলসত্যসেবী জয়ন্ত দেশমুখ্য প্রদত্ত স্বাগত ভাষণ। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর ভাষা, বর্ণে বর্ণে বেঁচে আছে আসরবাণীর পাতায়।

বর্ষ - ১৩, সংখ্যা - ২, জৈষ্ঠ ১৩৯৩ : হ্যালির ধুমকেতু আগমনের উত্তেজনার ছবি এঁকেছেন বর্ণে বর্ণে সোমা চক্রবর্তী। পরলোক গমনের খবর রয়েছে শেরপা তেনজিং-এর (৯/৫/১৯৮৬), বলরাম হালদারের পিতার (৩/২/১৩৯৩) শিশুবিকাশ আসরের ভাই শোভন মজুমদারের (৩০/৩/১৯৮৬) এবং মৈত্রেয়ী আসরের কর্ণধার সুধাংশু মজুমদারের (২৪/৪/১৯৮৬)। জ্ঞানশর্মা নামে কোনো একজন অনেক অজানা তথ্যের ডালা সাজিয়েছিলেন এই সংখ্যায়। তাঁর লেখা থেকে জানতে পাই রবীন্দ্রনাথের যখন সাড়ে বারো বছর বয়স তখন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকে সে দান করেছিল দু টাকা বারো আনা তিন পয়সা। যা ছেপে বেরিয়েছিল ঐ পত্রিকায় (১৮৭৩ সাল)। নদীয়ার চাকদহে যে আন্তঃজেলা সাব-জুনিয়র খো-খো প্রতিযোগিতা হয়েছিল সেখানে প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন তারক দাস। আর ম্যানেজার ছিলেন হরেকৃষ্ণ দে ও শুক্লা দে। সত্যসেবী পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল এই সংখ্যায়। যারা বর্তমানে ১০০ নম্বরের সত্যসেবী পরীক্ষা দিতে হিমসিম খাচ্ছে তাদের জন্য জানাই তখন সত্যসেবী পরীক্ষা হতো ২৫০ নম্বরের। প্রথম পত্র ১০০, দ্বিতীয় পত্র - ৫০ এবং তৃতীয় পত্র - ১০০ নম্বরের।

বর্ষ - ১৩, সংখ্যা ৩-৪, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯৩ : সংগঠন সচিব মিহির মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'সংগঠন, সঙ্কট, সমাধান' এর প্রতিটি বিষয় আজও প্রাসঙ্গিক। জানা যায় নবমিতালী আসরের ৩০তম বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত কুমার পাঁজা ও স্থানীয় বিধায়ক সাধন পান্ডে। রাণীগঞ্জের অভ্যুদয় গোষ্ঠী আসর রাণীগঞ্জ ডলফিন প্রাঙ্গণে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের ১০৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করে। ১৪-১৭ আগষ্ট ১৯৮৬, মহীশিলা সোনালী আসরের ব্যবস্থাপনায় আসানসোল, জামুড়িয়া, পুরুলিয়া অঞ্চলের শিক্ষা শিবির হয়। সেই বছরেই প্রথম আমি কোনো শিবিরের প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। মূলকেন্দ্রের কার্যকরী সভার সিদ্ধান্ত মতে পূর্ব ২৪ পরগণা অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে করা হয় উত্তর-২৪ পরগণা (বারাসাত)। আর পূর্বের উত্তর ২৪ পরগণার নাম হয় উত্তর ২৪ পরগণা (বারাকপুর)। প্রশিক্ষক মনোনীত হন রবিশংকর পাল (আসানসোল) এবং বিকাশ প্রামাণিক (নদীয়া)। ১৯৮৫-৮৬ সালের মূলসত্যসেবীর বার্ষিক প্রতিবেদন ছেপে বেরোয় এই সংখ্যায়। জানা যায় সত্যসেবী পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৫০৯ জন। শিশুভবনের কাজ চলছে। অর্থ সংগ্রহের জন্য ৫০ হাজার ১টাকার কুপন ছাপানো হয়েছিল। আসরবাণীর গ্রাহক ছিল ৭০০-৭৫০জন। পতাকা দিবসটিকে "সবপেয়েছির আসরের সংহতি দিবস" হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

বর্ষ - ১৪, সংখ্যা - ৬, আশ্বিন ১৩৯৪ : তখন মূলসত্যসেবী অপূর্ব গাঙ্গুলী, একটি ঘোষণা দেখতে পাই। "আপনাদের আসরে মূলকেন্দ্রের বা অঞ্চলের কোনো শিক্ষক গেলে তাঁকে যাতায়াতের ভাড়া দিতে ভুলবেন না।" এই সংখ্যাটি ছিল ছড়ায় ছড়ায় ও কবিতায় ভরা। মোট ছড়া / কবিতার সংখ্যা - ১৪ টি। আশীষ খাস্তগীরের 'টুম্পার থিয়েটার', অজিত বসুর 'আবার জোয়ার আসবে', কুণাল গোস্বামীর 'জিদ' ছিল উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। জানবার কথাতে উল্লেখ রয়েছে (১) প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ থেকে বিদায় নিলেন ক্রিকেট রাজা সুনীল মনোহর গাভাসকার। (২) ১৯৮৬ সালের দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা বি. নাগ্‌গি রেড্ডি। নগদ ১লাখ টাকা (তখনকার দিনের), একটি শাল আর 'স্বর্ণকমল' পদক। জানবার কথা লিখেছিলেন সোমি, পুরো নাম কেউ জানেন কি?

(ক্রমশ)

পতাকা দিবস - ২০২২

অর্থ সংগ্রহের তালিকা

নং	অঞ্চল	মোট অর্থ	শ্রেষ্ঠ সংগ্রহকারী শাখা আসর	সংগৃহীত অর্থ
১	আসানসোল	৬৩৩০	বিধানপল্লী	৩০০০
২	উত্তর কলকাতা	১২৩০	মুরারিপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	৫০০
৩	উত্তর ২৪ পরগণা (১)	৫৪৬০	বিবেকানন্দ সেবা সমিতি	২৭০০
৪	উত্তর ২৪ পরগণা (২)	১৯০০	কল্পতরু	১০০০
৫	উত্তর নদিয়া	৯৬৬০	রানাঘাট কোর্টপাড়া সংঘ	১৮১০
৬	কোচবিহার	১৩২০	তুফানগঞ্জ সূর্যোদয়	১৩২০
৭	জামুরিয়া	১০০২০	সব্যসাচী	১০০২০
৮	দক্ষিণ কলকাতা	৪৭০০	ভোরের তারা	২৪৮০
৯	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১৬৭৩	সন্তোষপুর সুকান্ত মেলা	৭৭৩
১০	দক্ষিণ নদিয়া	২৮৬০	শিমুরালি	১০০০
১১	দুর্গাপুর	৬৫০০	নবচৈতালী	৪১০০
১২	পশ্চিম মেদিনীপুর	৩৭৬০	শহীদ ক্ষুদিরাম	৩৭৬০
১৩	পুরুলিয়া	১৬৮৬৩	চরৈবেতি	১৩২০০
১৪	পূর্ব মেদিনীপুর	১৫০০	কিশোর জগৎ	১৫০০
১৫	বাঁকুড়া	২৯৩৭	বড়জোড়াগ্রাম দীপাবলী	১৮১০
১৬	মুর্শিদাবাদ	৪৭৬৭	ঝর্ণাধারা	১৬৭০
১৭	হুগলি	১৪৪৭	আম্বেদকর	৩১২৪০
		১,১২,৯২৭		

শ্রেষ্ঠ সংগ্রহকারী

আসর

প্রথম : আম্বেদকর স.পে.আ.

দ্বিতীয় : চরৈবেতি স.পে.আ.

তৃতীয় : সব্যসাচী স.পে.আ.

অঞ্চল

প্রথম : হুগলি

দ্বিতীয় : পুরুলিয়া

তৃতীয় : জামুরিয়া (পশ্চিম বর্ধমান)

শিশু ও কিশোরদের প্রতি

প্রভঞ্জন সরকার

শারীরশিক্ষা আসল শিক্ষা, পড়াশুনার কাজে,
তোমরা সবাই মাতবে এসে, বিকালে আসর মাঝে।
কার্টুনখেলা বন্ধ করো, আর মোবাইল দেখা,
শরীর স্বাস্থ্য ভালো করে বুদ্ধি করো পাকা।

সোনারকাঠি হয়ে তোমরা বাড়াবে দেশের মান,
সবপেয়েছির আসর মাঝে রাখো ধ্যান ও জ্ঞান।
আসর হলো জীয়ন কাঠি, মরণ কাঠি নয়,
তোমরা হবে সেরা মানুষ, ইহাই আসর কয়।

নাচে গানে খেলাধূলায়, ভরিয়ে যখন নেবে,
জীবনের আনন্দটুকু তখন শুধুই পাবে।
জীবন গড়ার সুষম আহার, পাবে যখন হেথায়,
তবেই তুমি ফুল ফুটিয়ে, ভাববে এলেম কোথায়।

মায়েরা পারে 'শিশুদের মাঠে ফেরাতে মন'
তবেই শিশু মানুষ হয়ে বাড়বে অনুক্ষণ।
আসর হলো আসল ভূমি জীবন গড়ার ফাঁকে
তোমরা সবাই মিলবে হেথায়, হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।

তোমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করে, আসর পতাকা বও
সবপেয়েছির আসর মাঝে, সবার সেরা হও।
মানব জাতির করবে সেবা, ধরে সারা জীবন,
ইহাই করো মনের মাঝে, নিবেদিত পণ।

বড়ো হয়ে ওঠো তোমরা আমাদের আশীর্বাদে,
তোমরা তরী বইয়ো শেষে সারা জীবন নির্ব্বিবাদে।
মিলে মিশে সবাই মিলে মাতবে উৎসবে,
ধন্য ধন্য সবাই তবে সবপেয়েছির কবে।।

মা দুর্গা অসুরের যুদ্ধ

প্রণব আচার্য্য

(জেমো সর্বোদয়, স.পে.আ.)

ছুটছি সবাই যুগের তালে ফাস্টো হওয়া চাই
নতুন নতুন ক্লাসে ওঠার মজা আলাদাই।
রক্তবীজের নাম সে-কেলে নতুন নাম চাই
অনেক ভেবে রক্তবীজ করোনা হল ভাই।
এই না দেখে মহিষাসুর হলো পগার পার
কেঁপে বলে তোদের সঙ্গ আমার কম্ম নয়।
গদা মুগুর ঢাল তলোয়ার লাগবে না কোন কাজে
তার চেয়ে মরা ভালো ত্রিশূল খোঁচা খেয়ে।
দুর্গা মায়ের ত্রিশূল বুকে আজও আছি বেঁচে
তাই তো সবাই বছর বছর ড্যাবডেবিয়ে দেখে।
পুজোর থানে এক ঘরেতে হব কি সবাই কাত
সবার জন্য মহিষাসুর কিনে আনে মাস্ক।
দুর্গা বলে চোখ পাকিয়ে বুদ্ধি হল না আর
যুদ্ধ ভুলে চন্ডমুন্ড বাড়ায় স্যানিটাইজার।
লক্ষ্মীপেঁচা লক্ষ্মী ভাঁড়ে ঢালে সাবান জল
ভ্যাকসিন দিয়ে তৈরি করে নৈবেদ্য আর ফল।
মা দুগ্গা হেসে বলে রে মহিষের পোলা
দেখলি এবার কাকে বলে আসল যুদ্ধ কোনডা।

হীরকদ্যুতি-তে মিতালী

‘এ বছর ৬০-এ পা—

মিতালী স.পে.আ.’

আসানসোল অঞ্চলের অন্তর্গত সেনর‍্যালেতে অবস্থিত অতুল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ও স্মৃতি বিজড়িত মিতালী সবপেয়েছির আসর হীরক জয়ন্তী বর্ষে (৬০ বছর) পদার্পণ করল। ১৩/৮/২২ থেকে ১৫/৮/২২ বার্ষিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষব্যাপী কর্মসূচীর শুভ সূচনা। ১৩/৮/২২ সন্ধ্যেবেলা আদর্শশ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে বিশিষ্ট অতিথি বর্গের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও কর্মী অভিভাবকবৃন্দের সমবেত সংগীতের (থিম) মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সোনারকাঠি ভাইবোন, কর্মী অভিভাবকদের নৃত্যানুষ্ঠানের পর নাটক ‘হিংসুটে দৈত্য’ ও ‘জুতো আবিষ্কার’ ছিল বিশেষ আকর্ষণ। নাটক দুটির সুন্দর উপস্থাপনা সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

দ্বিতীয় দিন ১৪/৮/২২ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় দুপুর ২টোয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। ব্যান্ড, বাঁশি, ঢাক, লেজিম, জিপসি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন আসর ও অঞ্চল থেকে আগত সোনারকাঠিদের চলমান বিভিন্ন প্রদর্শনী বিশেষতঃ বাঁকুড়ার আনন্দমেলা স.পে.আর রণপা ও জিমন্যাস্টিকস্ উপস্থাপনা বিচারকের বিচারে প্রথম স্থান অর্জন করে। এরপর অডিটোরিয়ামে আন্তঃ আসর ফ্যান্সি ড্রিল প্রতিযোগিতা ও আন্তঃজেলা লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা দর্শকদের অভিভূত করে। ড্রিলে সাতটি আসর এবং লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় ২৩টি দল অংশগ্রহণ করে। ড্রিলে যথাক্রমে আনন্দমেলা (বাঁকুড়া), মহীশিলা সোনালী ও মিতালী সবপেয়েছির আসর ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করে। লোকনৃত্যে ক-বিভাগে নিবেদিতা নৃত্যদল, সোহম ডান্স অ্যাকাডেমী ও মহীশিলা সোনালী স.পে.আ. এবং খ-বিভাগে মহীশিলা সোনালী, আসানসোল গ্রাম ও আনন্দমেলা স.পে.আ. যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করে।

১৫/৮/২২ সকাল দশটায় জাতীয় পতাকা ও আসর পতাকা উত্তোলন, দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে ‘আজাদি কি মহোৎসব’ অনুষ্ঠানটি পালিত হয়।

এ বছর মিতালী সবপেয়েছির আসরের শ্রেষ্ঠ সোনারকাঠি ‘অতুল বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার’ প্রাপক মেঘা সূত্রধর, শ্রেষ্ঠ আসর সহযোগী অভিভাবক হন পারমিতা পাল।

সমগ্র অনুষ্ঠানগুলিতে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী তাপস ব্যানার্জি (চেয়ারম্যান ADDA ও বিধায়ক), শ্যাম সোরেন (কাউন্সিলর), শ্রাবণী মণ্ডল (কাউন্সিলর)। এছাড়া মূলকেন্দ্রের থেকে আগত মূলসত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্তী, জয়দেব বারুই (সহমূলসত্যসেবী), প্রাক্তন মূলসত্যসেবী সব্যসাচী চৌধুরী ও মৃণালকান্তি ব্যানার্জ্জী। অনুষ্ঠানটি এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষ ও দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অরুণাংশু বিশ্বাস মহাশয়।

শিশুর বিকাশ

ডাঃ তমোনাশ কর্মকার

'শিশুর পিতা লুকিয়ে আছে সব শিশুরই অন্তরে—'

শিশুর জন্মদিন—যে দিন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় সেই দিন নয়, মাতৃগর্ভে যেদিন ভ্রূণ সৃষ্টি হয় সেইদিন থেকে—অর্থাৎ পৃথিবীর আলো দেখার ও মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে চিৎকার বা কান্নার আরও ১০মাস আগে। শিশুর যত্ন সেইদিন থেকে নিতে হয়। মাকে সুস্থ রেখে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সেবন, নিরাপত্তা, সুষম আহার গ্রহণ করিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়েই শিশুর জন্মের আগে মা-কে সুস্থ ও আনন্দময় রাখলেই সুস্থ শিশুর জন্মদান সম্ভব।

এরপর শিশুর নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তারপর ১ বৎসর থেকে ৫ বৎসর শিশুর যাবতীয় বিকাশের জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য-মন বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিশুর জন্য প্রথম প্রয়োজন সুষম খাদ্য, শরীর চর্চা, ব্যায়াম, আসন, যোগার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান করানো। খেলাধূলা, শরীরচর্চা ও আনন্দদায়ক শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে শিশুকে বড় করতে হবে। এখনকার অভিভাবকগণ সহজেই সন্তানের হাতে Mobile Phone তুলে দেন, TV দেখার সুযোগ করে দেন। পরিবর্তে অভিভাবকেরা যদি তার শিশুকে নিজেরা সময় দান করেন, বাবা-মা-অভিভাবকদের সান্নিধ্যলাভের মাধ্যমেই তার প্রকৃত শিক্ষা লাভ হবে এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে।

শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সদা সতর্ক ও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিবসে সবপেয়েছির আসর (মূলকেন্দ্র) আয়োজিত সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার ফলাফল

ক বিভাগ —	১ম	স্বপ্নিল ঘোষ, (মদনপুর স.পে.আ., নদীয়া)
	২য়	তনি দাস, (নাসরা স.পে.আ., নদীয়া)
	৩য়	তোষন সরকার, (নাসরা স.পে.আ., নদীয়া)
খ বিভাগ —	১ম	সৃষ্টি চক্রবর্তী, (মদনপুর স.পে.আ., নদীয়া)
	২য়	শ্রেয়া দাস, (মদনপুর স.পে.আ., নদীয়া)
	৩য়	সোনিয়া মিত্র, (নাসরা স.পে.আ., নদীয়া)
গ বিভাগ —	১ম	অনামিকা ঘোষ, (মদনপুর স.পে.আ., নদীয়া)
	২য়	স্বস্তিকা ব্যানার্জি, (কলকাতা)
	৩য়	অহনা ঘোষ, (মদনপুর স.পে.আ., নদীয়া)

মা গো তুমি এসো তাড়াতাড়ি

সাগ্নিক রায়চৌধুরী

(সোনার কাঠি, জেমো সর্বোদয়)

মা গো তুমি এসো তাড়াতাড়ি,
দূর করো সব মহামারি।
মা গো তুমি অস্ত্রধারী,
সারিয়ে ফেলে কোভিড মহামারি।
মা গো তুমি এসো এবার,
বিশ্বভুবন করো উদ্ধার।
সঙ্কটে মা থেকো পাশে,
গরীব দুঃখীর দুঃখ নাশে।
কাজ কর্ম হয়েছে বন্ধ,
চারিদিকে শুধু রাজনীতির গন্ধ।
দশহাতে অস্ত্র নিয়ে,
করো মা গো অসুর দমন।
সুস্থভাবে বাঁচতে হলে,
নিয়মবিধি মানতে হবে।
সবার খেয়াল রাখতে হবে,
এসো মা গো তাড়াতাড়ি,
দূর করো সব মহামারি।

শরৎ এলো

সোহম দে

(সোনার কাঠি, জেমো সর্বোদয়)

এসেছে শরৎ বাড়িয়ে দিয়ে হাতখানি তার,
গলার পরে শিউলি ফুলের হার।
ডাকে সবারে দিয়ে হাতছানি—
চিনিয়ে দিয়ে খোলা রাস্তাখানি।
হালকা নতুন বাতাস এসে
জানায় হিমের আমন্ত্রণ।
কাশফুল দুলে বলে, শরৎ ভীষণ আপনজন।
ঢাকের কাঠি নাড়িয়ে দিয়ে,
শরৎ এলো দুর্গা নিয়ে।
ডাকছে শরৎ ওগো চাষি
আনন্দে ওঠো মেতে
ধানের শিষে ফুল এসেছে—
তাকিয়ে দেখো সোনার ক্ষেতে।

আসরের খবর

আসানসোল অঞ্চলের মহীশিলা সোনালী আসরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান :—

* **রাখীবন্ধন :** ৬২ জন সোনারকাঠি, অভিভাবকমণ্ডলী এবং কর্মী ও সদস্যমণ্ডলীর উপস্থিতিতে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় পুরপিতা ডঃ অমিতাভ বসু উপস্থিত ছিলেন। নীলাঞ্জনা সরকার-নৃত্য, মৃণাল পাণ্ডে-সংগীত এবং অর্পিতা পাত্র ও অগ্নিদীপ্তা দাস আবৃত্তি পরিবেশন করেছে।
* **৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন :** যথাযথ মর্যাদা সহকারে জাতীয় পতাকা ও আসর পতাকা উত্তোলন হয়েছে।
* **আসর প্রতিষ্ঠা দিবস :** ২রা সেপ্টেম্বর আসর ভবনে কর্মী প্রবীর বসু দ্বারা আসর পতাকা উত্তোলন, কর্মী অভিজিৎ রায় কর্তৃক প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনন্দপূর্ণ পরিবেশে আসরের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

* **স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির :** প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৪জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পুরনিগমের মহানাগরিক শ্রীবিধান উপাধ্যায়, বিধায়ক এবং চেয়ারম্যান এ.ডি.ডি.এ শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরপিতা ডঃ অমিতাভ বসু, শ্রী মানস দাস। অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের সেবাসচিব শ্রী হরেকৃষ্ণ দে এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রী জয়দেব বারুই মহাশয়।

সোনারকাঠিদের রক্তদানে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রক্তদানের উপর স্লোগান প্রতিযোগিতা হয়। বিচারক ছিলেন ডঃ অমিতাভ বসু, শ্রী জয়দেব বারুই এবং নিলয় কাবরাজ। প্রথম হয়েছে—সংযুক্তা দত্ত, ২য়—রাতুল রায়চৌধুরি, যুগ্ম ৩য়—রীতিকা রায় এবং নীলাঞ্জনা সরকার, ৪র্থ—অগ্নিদীপ্তা দাস, ৫ম—অংশুমান দে।

পুরুলিয়া চরৈবেতি সবপেয়েছির আসরের প্রতিবেদন

❐ ৫ জুন, ২০২২—“বিশ্ব পরিবেশ দিবস” উদ্‌যাপিত হল চরৈবেতি আসরের উদ্যোগে। সঙ্গে ছিল পুরুলিয়া বিজ্ঞান মঞ্চ। প্রভাতফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা। প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণ করেছিল স.পে.আ.-র সোনারকাঠি ভাইবোন ও কর্মী ভাইবোনেরা। সেই সাথে ছিল বিজ্ঞানমঞ্চের অনুরাগী ব্যক্তিগণ। প্রভাতফেরীর পর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা—সেখানে প্রায় শতাধিক ভাইবোন অংশগ্রহণ করেছিল। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে “বিশ্ব পরিবেশ দিবস” সমাজের বহু মানুষের কাছে ঐ বার্তা পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিল যে—“পরিবেশ শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্যই নয়, আগামী প্রজন্মের নিকট আরও মূল্যবান।”

❐ ১০ জুলাই ২০২২ — “জলাশয় বাঁচাও ও আপনি বাঁচুন” অনুষ্ঠানটি চরৈবেতি সবপেয়েছির আসরের সহযোগিতায় “বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে পুরুলিয়া শহর জুড়ে উদ্‌যাপিত হল। সোনারকাঠি ভাই-বোন ও কর্মী ভাই-বোন এবং বিজ্ঞানমঞ্চের শুভানুধ্যায়ীরা সারা পুরুলিয়া শহর ফেস্টুন ও প্রচার সহযোগে পরিক্রমা করে এবং শহরে ব্যাপক সাড়া পড়ে।

❐ ২৯ জুলাই ২০২২, স.পে.আ-র ৭৮তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হল চরৈবেতি সবপেয়েছির আসর মাঠে। সকালে আসর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু। প্রভাতফেরীতে সোনারকাঠি ভাই-বোন ও কর্মী ভাই-বোনেরা অংশগ্রহণ করে। বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

❐ প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানটি পিছিয়ে এনে ৫ সেপ্টেম্বর “জাতীয় শিক্ষক দিবস”-এর সাথে একসাথে ঐ দিন সোনারকাঠি ভাই-বোন ও কর্মী ভাই-বোনেরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আসর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। সোনারকাঠি ভাই-বোনেরা নাচ, গান, কর্মসঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপিত করে। ঐ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিয়া ভকত মহাশয়া।

জাতীয় ক্রীড়া দিবস

❐ হকির যাদুকর **ধ্যানচাঁদের** ১১৭তম জন্মদিবস ২৯শে আগষ্ট, ২০২২ স.পে.আ.-র কেন্দ্রীয় শিশুভবনে পালন করা হয়।

প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের ক্রীড়াসচিব, সেবা সচিব, এবং সাংস্কৃতিক ভারপ্রাপ্ত সচিবসহ সহঃ মূলসত্যসেবী। দিবসটির গুরুত্ব ও প্রাধান্য আলোচনা করেন ক্রীড়া সচিব ও সহঃ মূলসত্যসেবী। স্বপনবুড়োর মূর্তিতে মাল্যদান করেন সেবা সচিব ও শিশুভবনের সাংস্কৃতিক শিক্ষণশ্রেণির শিক্ষক শিক্ষিকারা।

বিভিন্ন অঞ্চলে ও শাখা আসরেও গুরুত্ব সহকারে শ্রদ্ধেয় মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিবস পালনের খবর আসে।

৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

❒ এই বছর স্বাধীনতার ৭৫ বছর। সারা দেশে বেশ সাড়ম্বরের সঙ্গে এ বছর স্বাধীনতা দিবস পালন করা হল। সাহাপুর নবারুণ সংঘের সোনারকাঠি ভাইবোনদের নিয়ে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটিকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা হয়। সকালে প্রভাতফেরীর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এতে সোনারকাঠি ভাইবোনদের সঙ্গে অভিভাবক / অভিভাবিকারাও ছিলেন। ছিলেন আসরের কিছু প্রাক্তন সদস্য, সদস্যা। পরিক্রমা শেষে আসরের মাঠে কিছু দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে ভাইবোনদের acting song প্রদর্শিত হয়। বিকেলে ছিল বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভাইবোনেরা বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন করে, আবৃত্তি এবং সঙ্গীতও পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার ১১৮ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী তারক সিং মহাশয় এবং ১১৯ নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা শ্রীমতী কাকলি বাগ মহাশয়া। সঙ্গে ছিলেন সবপেয়েছির আসরের দক্ষিণ কলকাতা শাখার সংগঠক শ্রী সজল সরকার এবং সবপেয়েছির আসরের সহমূলসত্যসেবী শ্রী জয়দেব বারুই মহাশয়। জয়দেব বারুই মহাশয় বক্তব্যে বলেছিলেন, শিশু সংগঠন কেন দরকার, শিশুদের মাঠের প্রয়োজনীয়তা কতটা, কিভাবে একজন শিশু সহপাঠ্যক্রমিক পরিবেশে স্ফুরিত হতে পারে ইত্যাদি। তার এই অনুপ্রেরণামূলক, ইতিবাচক উপদেশে অনেক অভিভাবক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সকলের সহযোগিতায় এবং অনুপ্রেরণায় আসরের কর্মসূচীকে আরও এগিয়ে নেবার অঙ্গীকার নিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

❒ গত ১৫ই আগস্ট ২০২২ আরবান স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হল "স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে ১৯৫৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত চেতলা সবপেয়েছির আসর দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম শাখা সংগঠন যথাযথ মর্যাদার সাথে "স্বাধীনতা দিবসে"র কর্মসূচি উদ্‌যাপন করে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপদেষ্টা পর্ষদের অন্যতম সদস্য প্রখ্যাত অঙ্কন শিল্পী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ও আসরপতাকা উত্তোলন করেন কার্যকরী সভাপতি শ্রী প্রদীপ কুমার বসু মহাশয়। কুচকাওয়াজ ও ব্যান্ড দলের অভিপ্রদর্শনী সকলকে মুগ্ধ করে। বিশিষ্ট গুণীজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কর্ম-সংসদীয় সদস্য অধ্যাপক সুমিত কুমার বড়ুয়া মহাশয়।

❒ দুর্গাপুর অঞ্চলের পূর্বাভাস সবপেয়েছির আসরের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় শ্রদ্ধা শিক্ষা নিকেতন প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্যে অঞ্চলের অন্যতম উপদেষ্টা শ্রী সিদ্ধেশ্বর শেঠ বিজয়া দশমীর ইতিহাস তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা প্রদানমূলক বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা শ্রী অজয় চক্রবর্তী, অঞ্চল সংগঠক শ্রী পরিমল দাস, আসরপ্রাণ নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য ও অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শ্রী দিলীপ শেঠ মহাশয়। পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি সকলকে মুগ্ধ করে।

কেন্দ্রীয় শিশুভবনে সবপেয়েছির আসরের বিজয়া সম্মিলনী উৎসব

❒ ১৫ই অক্টোবর ২০২২ শনিবার বেলা ৩ ঘটিকায় পালিত হলো বিজয়া সম্মিলনী। উক্ত সম্মেলনে সবপেয়েছির আসরের কার্যকরী সদস্য, কেন্দ্রীয় কর্মীবৃন্দ এবং আজীবন সদস্য এবং সহৃদয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়। বক্তব্য রাখেন সভাপতি শ্রী কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, কার্যকরী সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলি এবং মূল সত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্তী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শ্রী স্বপন রায়, তরুণ চক্রবর্তী, আশিষ দাস, অপরেশ মজুমদার, হরবোলা সুনীল আদক বিশিষ্ট চিকিৎসক আসরের শুভানুধ্যায়ী শ্রী তমোনাশ কর্মকার প্রমুখ। শুভেচ্ছা প্রদান করেন সহঃমূলসত্যসেবী শ্রী জয়দেব বারুই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষণ সচিব শ্রী তরুণ

চক্রবর্তী। আসর পতাকা উত্তোলন করেন শ্রী কমলেশ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বপনবুড়োর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন কার্যনির্বাহী সভাপতি শ্রী অপূর্ব গাঙ্গুলি মহাশয়। বিজয়া সম্মিলনীর এই আনন্দময় অনুষ্ঠানটি বহুদিন স্মৃতি হয়ে থাকবে।

প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

❐ গত ২৯ জুলাই, ২০২২ সাড়ম্বরে পালিত হলো সবপেয়েছির আসরের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা উৎসব। সকাল ১০টায় শিশুভবনে 'স্বপন বুড়োর' আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান এবং সকাল ১১টায় উত্তর কলকাতার 'জগৎ মুখার্জী পার্কে স্বপন বুড়োর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মূলসত্যসেবী বিশ্বজিৎ খাস্তগীর ও সব্যসাচী চৌধুরী এবং বর্তমান সহঃমূলসত্যসেবী জয়দেব বারুই মহাশয়। সকলেই প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। নবমিতালি ও গোপীমোহন সবপেয়েছির আসরের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবদেন করা হয়।

❐ শিশু ভবনে আয়োজিত বৈকালিক অনুষ্ঠানে আসর পতাকা উত্তোলিত হয়, স্বপনবুড়োর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। সবপেয়েছির প্রথা অনুসারে সকল কর্মসূচি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়।

❐ সংগঠনের প্রাক্তন মূল সত্যসেবী শ্রীদাম সাহার প্রয়াণের কারণে প্রতিষ্ঠা উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩১জুলাই, ২০২২ পরিবেশিত হয়। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শাখা আসরের সোনারকাঠি ভাই-বোনেরা নানাবিধ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সকলকে নির্মল আনন্দ দান করেন। শিশু ভবনের কলা বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে ভিন্ন স্বাদের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে। প্রতিষ্ঠা উৎসবে ও প্রতিষ্ঠাতাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি কার্যনির্বাহী সভাপতি, মূলসত্যসেবী, সহঃমূলসত্যসেবী সহ সচিবগণ, অঞ্চল সংগঠকগণ, হিতৈষী, শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অন্যতম শাখা আসর রূপে 'ভোরের তারা', সতীন সেন স্মৃতি সংঘ, সাহাপুর নবারুণ সংঘ, শিশু ভারতী ও বেহালা বোধায়ন সবপেয়েছির আসরে অংশগ্রহণ করে।

❐ গত ২১ অক্টোবর, ২০২২, শুক্রবার প্রায় দেড় শতাধিক সোনারকাঠি ও কর্মী ভাইবোন নিয়ে বিজয়া সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া অঞ্চলের আনন্দমেলা সবপেয়েছির আসর মাঠে। উপস্থিত ছিলেন সবার প্রিয় তপন গুপ্ত, বিশিষ্ট শিক্ষক সুজয় চন্দ্র ঘোষাল, সংঘমিত্র সমীর কুমার মণ্ডল, মণিশঙ্কর গুপ্ত, অতনু মণ্ডল, কর্মী বলরাম বাউরী, বুদ্ধদেব বাউরী ও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিজয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন তপন গুপ্ত। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেরা শারদীয়ার অন্তিমলগ্নে "বিজয়া" বিষয়ক নানাবিধ বক্তব্য রাখেন। সবশেষে মিষ্টি মুখ করে বিজয়া সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

❐ গত ২৯ মে, ২০২২ কেন্দ্রীয় শিশু ভবনে যথাযথ মর্যাদার সাথে রাজা রামমোহন রায়-এর ২৫০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঘরোয়া পরিবেশে মহামানবের সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে বিশিষ্টজনেরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। মাল্যদান, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও তাঁর প্রতিবাদী রূপকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

❐ গত ২৯ জুলাই, ২০২২ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর প্রয়াণ দিবস কেন্দ্রীয় শিশু ভবনে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পপ্রদান, প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। মহামানবের গুণাবলীর নানা ইতিহাস বক্তাদের কথায় প্রকাশ পায়। শিশু শিক্ষার প্রথম পাঠ "বর্ণপরিচয়"-এর রচয়িতা বিদ্যাসাগর ছিলেন লেখক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, অনুবাদক, প্রকাশক, মানব হিতৈষী ও সমাজ সংস্কারক। অনুষ্ঠানে মূলকেন্দ্রের কর্মীবৃন্দ, কেন্দ্রীয় পদাধিকারী, অঞ্চল সংগঠক, আসর কর্মী ও আসরবন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।

❒ গত ২৯ আগস্ট, ২০২২ কেন্দ্রীয় শিশু শিশুভবনে একসাথে দুইটি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। দুই ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠানে উৎসাহের কোন ঘাটতি ছিল না।

জাতীয় ক্রীড়া দিবস : হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিবস জাতীয় ক্রীড়া দিবসরূপে খ্যাত হয়েছে। সারা দেশের ক্রীড়া প্রেমিকরা ঐ দিনটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করে। 'ধ্যানচাঁদ' তাঁর ক্রীড়া গুণের জন্য জাতীয় স্তরে বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সবপেয়েছির আসরে ধ্যানচাঁদের জন্মদিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পপ্রদান এবং অজস্র মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ক্রীড়া সচিব স্বাগত ভাষণে ধ্যানচাঁদের জীবনের নানা কাহিনী ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে সহঃ মূলসত্যসেবী, সেবা সচিব, সম্পত্তি সংরক্ষণ সচিব, সংগঠক, সহঃ সংগঠক, কর্মীগণ ও কলা বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

নজরুল প্রয়াণ দিবস : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর প্রয়াণ দিবস ঘরোয়া পরিবেশে যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। মহামানবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সহঃমূলসত্যসেবী মহাশয়। উপস্থিত সকলেই পুষ্প প্রদান করেন মহামানবের প্রতিকৃতিতে। নজরুলের জীবনকাহিনী ব্যাখ্যা করে বক্তারা নানা বিষয় তুলে ধরেন। তাঁর সৃষ্ট বিষয়গুলি আজও আমাদের জীবনে স্মরণীয় ও অমর হয়ে আছে। নজরুলের বিদ্রোহী-প্রতিবাদী প্রতিভা মানুষের অন্তরে চিরকাল জাগ্রত থাকবে।

গুরুজী জন্মোৎসব

❒ উত্তর ২৪ পরগণা (বারাসাত) অঞ্চলে ঁগুরুসদয় দত্তের (গুরুজী) জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল ২১ মে, ২০২২ শনিবার অঞ্চলের অগ্রণী সংগঠন নববারাকপুর নবাকাঙ্ক্ষী সবপেয়েছির আসরের ব্যবস্থাপনায়, সমবেত ব্রতচারী অভিপ্রদর্শনীর মাধ্যমে। প্রচন্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে বারাসাত অভিযান সবপেয়েছির আসরের সোনারকাঠি ও কর্মী ভাইবোনেরা ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক সৌমেন সাহা ও সীমা দে-র নেতৃত্বে এই অভিপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। গুরুজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং ব্রতচারী আন্দোলন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচি সমাপনের পর বারাসাত অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা ও ব্রতচারী নায়ক শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ব্রতচারী অভিপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী সোনারকাঠি-কর্মীরা ব্রতচারীর প্রার্থনা, বারোপণ, সারিগান, বাংলাভূমির দান দিয়ে শুরু করে তরুণদল, লাঠিখেলা, বাউলনৃত্য ইত্যাদিও প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নববারাকপুর পৌরসভার প্রধান শ্রী প্রবীর সাহা, অঞ্চলের উপদেষ্টামন্ডলীর মাননীয় সদস্য পূর্ণেন্দু বসু, মূলকেন্দ্রের হিসাবরক্ষক সুমিত সাহা, অঞ্চল সংগঠক প্রসূন মুখার্জী, সহঃ সংগঠক সুশান্ত মন্ডল, সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে নবাকাঙ্ক্ষী আসরের বর্ষীয়ান কর্মীদের সমবেত সংগীতের মাধ্যমে অংশগ্রহণ প্রশংসার দাবি রাখে।

সংঘমিত্র-কর্মী সম্মেলন

❒ উত্তর ২৪ পরগণা (বারাসাত) অঞ্চলের সংঘমিত্র-কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বারাসাত স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতি সবপেয়েছির আসরের সুন্দর ব্যবস্থাপনায় তাদের আসর কার্যালয়ে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২২ রবিবার। আসরপতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই সম্মেলনের শুভসূচনা করেন মূলসত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্তী মহাশয়। স্বাগত ভাষণ প্রদানে সহঃ মূল সত্যসেবী জয়দেব বারুই সংঘমিত্র-কর্মী সম্মেলনের গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। সংগঠক প্রসূন মুখার্জী প্রতিবেদন এবং অঞ্চল তহবিলের হিসাব পেশ করেন। উপস্থিত ১১টি আসরের সংঘমিত্র / প্রতিনিধি নিজ আসরের কর্মবিবরণী পাঠ ও পেশ করে অঞ্চল সংগঠকের প্রতিবেদনের উপর আলোচনা / মতপ্রকাশ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য পূর্ণেন্দু বসু, শ্যামল বসু, জয়দেব বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ খাস্তগীর,

মূলকেন্দ্রের হিসাবরক্ষক সুমিত সাহা, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক সৌমেন সাহা, আঞ্চলিক প্রশিক্ষক সীমা দে, চম্পা কুশারী, অনুপম পাল, গৌতম সরকার, সহায়ক প্রশিক্ষক সুরজিৎ কর্মকার, সরস্বতী সেন, চম্পা দত্ত প্রমুখ। জবাবী ভাষণে মূল সত্যসেবী অঞ্চলের আসরগুলিকে সক্রিয়তা বাড়িয়ে সংগঠনকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলে আগামী কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কর্মসূচীগুলিতে যোগদানের আহ্বান জানান। মূলকেন্দ্র তথা অঞ্চলের একদা সক্রিয় (যিনি ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে বিভিন্ন কর্মসূচীতে কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন) কর্মী সুচিন্ত সাহার উপস্থিতি এবং বক্তব্যে আগামী কর্মসূচীগুলিতে তাঁর যোগদান ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি কর্মীদের আনন্দিত ও উৎসাহিত করে। পতাকা অবনমন এবং ব্যবস্থাপক আসর সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

❐ আসানসোল গ্রাম সবপেয়েছির আসরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাতা স্বপনবুড়োর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, এলাকার শিশুদের পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়। আসরের ভাইবোনেরা বৃক্ষরোপণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

* **স্বাধীনতা দিবস পালন :** দেশের ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পৌরপিতা উদয় রায়। আসর মুকুল শিশু শিক্ষা নিকেতনের ভাইবোনেরা ছড়া ব্যায়াম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন। শ্যামল সামন্ত মহাশয় স্বাধীনতার এই অমৃত মহোৎসবে সকলকে মানুষ গড়ার এই কারখানায় সবপেয়েছির আসরের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। শেষে সকলকে মিষ্টিমুখ ও এলাকার দরিদ্র মানুষদের বস্ত্রবিতরণ করা হয়।

  সংঘমিত্র মাধব রায় ধন্যবাদ জানান আসরের বোনদের মিতালী সবপেয়েছির আসরে লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হওয়ার জন্য।

* **শিক্ষক দিবস পালন :** প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসর শিক্ষক ও এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ আসানসোল গার্লস কলেজের প্রশান্ত কুমার দে সরকার, গুপ্তা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডঃ উত্তম কুমার ভট্টাচার্য, ডঃ মানিক চন্দ্র বড়াল, অধ্যক্ষ মিতা রায়, আসানসোল সাবডিভিশন স্পোর্টসের যুগ্ম সম্পাদক তুহিন মুখার্জী, সুখেন্দু ব্যানার্জী, মুক্তবিহঙ্গ সম্পাদিকা অপর্ণা ভট্টাচার্য, সভাপতি মিতালি সরকার, বৃষ্টির প্রাক্তন খেলোয়াড় অলোক দে।

শিক্ষক ও বিশিষ্ট জনেদের সংবর্ধনা দেওয়ার সাথে সাথে এলাকার মহিলাদের পঞ্চাশজনকে শাড়ি দেওয়া হয়। আসরের ভাইবোনদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এলাকার মানুষদের প্রশংসা লাভ করে।

সবপেয়েছির আসর প্রকাশনা

সংগঠনী	দ্বিবার্ষিক পত্রিকা	৪০ টাকা
শিক্ষণ মুকুর	শিক্ষণ সহায়ক বই	৪০ টাকা
সংবিধান	শাখা আসরের জন্য	৪০ টাকা
খেলার ছড়া	ছড়া সংকলন	৩০ টাকা
প্রেরণা	ভঙ্গিগীতি সংকলন	৩০ টাকা
খেলা শুধু খেলা	খেলার বই	৩০ টাকা
আসরবাণী	ত্রৈমাসিক মুখপত্র বার্ষিক	৪০ টাকা
সব সুরের দেশে	গানের ক্যাসেট	৪০ টাকা
ব্রতচারী গীতি মালিকা	সি. ডি.	৮০ টাকা
সোনারকাঠি ব্যাজ		৫ টাকা
কর্মী ব্যাজ		৫ টাকা
ওগোল		৫ টাকা
সোনারকাঠি সদস্যপত্র		৫ টাকা
কর্মী পরিচিতি পত্র		১০ টাকা
স্বপনবুড়োর ছবি		২০ টাকা
ছন্দাত্মক ব্যায়ামের সি.ডি.		৪০ টাকা
অনন্য সনৎদা		৫০ টাকা
আমার গান সবপেয়েছির গান - সোমেশ ভূঁইঞা		৩০ টাকা
সেরা আটটি নাটক - প্রদীপ রায়		৮০ টাকা

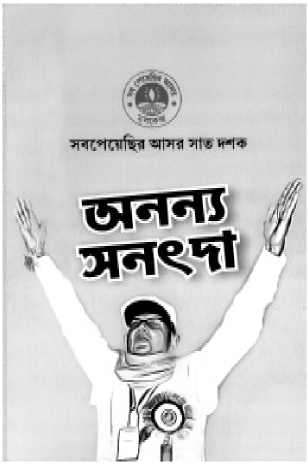

সবপেয়েছির আসর, মুলকেন্দ্র, ৪ জেম্‌স লঙ্‌ সরণী, বড়িষা, কলকাতা - ৭০০ ০০৮ থেকে **শ্রী দিলীপ চক্রবর্ত্তী** (মূলসত্যসেবী) কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ব্যবস্থাপক : **তারক মজুমদার**। মুদ্রণে : মুদ্রণ, ৬৯এ, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ : বিশ্বজিত দাস